বিদ্যুৎশিখা তোমাকে

বিকেলবেলায় আকাশে মেঘ থাকলেই, আমার গঙ্গার তীরে যেতে ইচ্ছে করে। প্রবল জোয়ারে ফেরিঘাটের কাঠের তক্তা ডুবে যায় মাঝগঙ্গায়। প্রতিদিনই এ রকম সময়ে বৃষ্টি নামে। অসহায় যাত্রীদের নিয়ে ভিজতে ভিজতে একসময় নৌকা পৌঁছে যায় ওপারে। তারপর প্রত্যেকের জামা শুকিয়ে আসে। বেশিরাতের দিকে তাদের মধ্যে কেউ কেউ আবার ফিরে আসে। অন্ধকারে। কিন্তু এই বিভ্রান্তিকর নৌকাযাত্রার কথা, মাঝি ও পাটাতনের নির্জন আলাপচারিতায় জলপাই বনে হারিয়ে যাবার কথা কারোরই বিশেষ মনে থাকে না। আমি ঘাটে বসে এইসব দেখি। আর মনে করি দুশো, আড়াইশো বা তিনশো বছর আগে যারা ঠিক এই নদীপথে বৃষ্টির দিনে ফেরি পার হতেন তাদের কথা। এ সময় ভূত বা ঈশ্বর কাউকেই আর বিশেষ অলৌকিক অথবা সফল বলে মনে হয় না। জোয়ারের জল ধীরে ধীরে সরে গেলে ব্যান্ডেজ বাঁধা একজন কুষ্ঠরোগী অন্ধক ারে পা ধুতে আসেন। তোমার কণ এই ঝরণাতলায়,মুগ্ধ কেরানির মতো।

অরূপ রতন ঘোষ

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com